Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন ও হাদীসের আলোকে শবে বরাতের ফজীলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোয়ান্নেছা কামাল

রোলঃ 227020770

২৫ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন ও হাদীসের আলোকে শবে বরাতের ফজীলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোয়ান্নেছা কামাল
রোলঃ 227020770

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "কুরআন ও হাদীসের আলোকে শবে বরাতের ফজীলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোয়ান্নেছা কামাল, আইডিঃ 227020770 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কুরআন ও হাদীসের আলোকে শবে বরাতের ফজীলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

মোয়ান্নেছা কামাল

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৫ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

মোয়ান্নেছা কামাল

আইডিঃ 227020770

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা: 5

শবে বরাত ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা 7

এই রাতে ভাগ্য নির্ধারণ হয়? 8

কোরআনের আলোকে শবে বরাতঃ 9

হাদিসের আলোকে শবে বরাত 10

শবে বরাতের ফযিলতঃ 13

শবে বরাত বা শাবান মাসের ১৫তম রাত সম্পর্কে চার মাযহাবের ইমামদের মতামত 16

শবে বরাতের আমল 18

শবে বরাত: ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট 21

শবে বরাতের গোসল: একটি ভিত্তিহীন রীতি 22

শবে বরাতের হালুয়া-রুটি: ধর্মীয় প্রথা নাকি সাংস্কৃতিক চাপ? 23

১৫ই শা'বানের দিনে সিয়াম পালন: একটি বিতর্কিত প্রথা 24

ভিত্তিহীন ধারণাগুলোর উৎস ও প্রচলন 25

ভিত্তিহীন ধারণাগুলো দূর করার উপায় 26

শবে বরাতে বর্জনীয় বিষয়সমূহ: ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ 27

শবে বরাতের বিশুদ্ধ আমল: 31

নিচে শবে বরাত সম্পর্কিত সোর্স/রেফারেন্সগুলো হুবহু বাংলা অর্থসহ দেওয়া হলো: 35

ভূমিকা:

শবে বরাত বা "লাইলাতুল বরাত" মুসলিম সমাজে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র রজনী হিসেবে পালিত হয়। এটি আরবি "লাইলাতুল বরাত" শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ "মুক্তির রাত্রি"। আমরা মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশ্বাস অনুযায়ী, এই রাতে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রতি বিশেষ দয়া প্রদর্শন করেন, পাপ মাফ করেন এবং বিপদ থেকে মুক্তি দেন। শবে বরাতের বিশেষত্ব এই যে, এটি ইসলামী বর্ষপঞ্জির শাবান মাসের ১৪ তারিখ রাতটিতে পালিত হয়, এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশ এই রাতে ইবাদত-বন্দেগিতে নিজেকে নিয়োজিত করে থাকে।

ইসলামী ইতিহাসে শবে বরাতের উৎপত্তি ও তাৎপর্য সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত বিদ্যমান। কিছু আলিম ও ধর্মতত্ত্ববিদ এই রাতটিকে আল্লাহর মাগফিরাত ও রহমতের রাত হিসেবে গ্রহণ করেন এবং বিশেষ ইবাদত-বন্দেগির মাধ্যমে রাতটি উদযাপনের পক্ষে মত দেন। অন্যদিকে, কিছু আলিম শবে বরাতকে এমন কোনো বিশেষভাবে পালনের পক্ষে নন এবং তাঁরা মনে করেন যে, ইসলামের মূল শিক্ষায় শবে বরাতের বিশেষ কোনো নির্দেশনা নেই। এই দ্বিমত সত্ত্বেও, আমরা মুসলমান রাতটি পালনে গুরুত্ব দিই এবং বিশেষ নামাজ, দোয়া ও তাসবিহ পড়ে রাতটি অতিবাহিত করি।

শবে বরাত নিয়ে মুসলিম সমাজে যে গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে, তা এই উৎসবের ঐতিহাসিক গুরুত্বকে আরো সুসংহত করে তোলে। এই রাতের ইবাদত মূলত ব্যক্তিগত আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহর রহমত প্রার্থনার প্রতীক। শবে বরাতের মাধ্যমে আমাদের সমাজে দোয়া, আত্মশুদ্ধি ও ইবাদতের প্রতি একটি শক্তিশালী আগ্রহ তৈরি হয়, যা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে মূল্যবান প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে শবে বরাতের দিনে আমরা পরিবার পরিজন, প্রতিবেশী ও সমাজের কল্যাণ কামনা এবং মৃতদের স্মরণ করি। অনেক ক্ষেত্রে, এই রাতকে উপলক্ষ করে সামাজিক যোগাযোগ ও সহানুভূতির পরিবেশও তৈরি হয়।

এই থিসিসের মাধ্যমে আমি শবে বরাতের ইসলামিক দৃষ্টিকোণ, ঐতিহাসিক পটভূমি, এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের উপর একটি বিস্তারিত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করার চেষ্টা করবো, ইনশা আল্লাহ। আমি আল্লাহর অতি নগণ্য বান্দা হিসেবে শবে বরাতের ধর্মীয় গুরুত্ব, তার ফাযায়েল ও আমল নিয়ে কুরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে আলোচনা করেছি। আল্লাহ তাআলার রহমত ও দয়া কামনা করে, এই থিসিসের মাধ্যমে শবে বরাতের প্রকৃত তাৎপর্য ও এর উপকারী আমল সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। 'ওমা তাওফিক'—সব কিছুর সাফল্য শুধুমাত্র আল্লাহরই ইচ্ছার মধ্যে নিহিত।

শবে বরাত ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

শবে বরাতের **আভিধানিক অর্থ:**

১. শব (شب): "**শব**" একটি ফারসি শব্দ, যার অর্থ "**রাত**"। এটি মূলত ফারসি ও উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত হয়

২. বরাত (براء): "**বরাত**" শব্দটি ফারসি, যা আরবি ভাষায় "বারআ" (براء) থেকে এসেছে, যার অর্থ "**মুক্তি**", "**পাপ থেকে মুক্তি**", বা "**অপবিত্রতা থেকে মুক্তি**"। ফারসি শব্দ "বরাত" দ্বারা একে মুক্তির রাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যা শবে বরাতের বিশেষত্ব এবং তাৎপর্য প্রকাশ করে।

আরবি ভাষায় এই রাতটিকে কী বলা হয়?

আরবি ভাষায় এই রাতটিকে "**লাইলাতুন নিছফি মিন শাবান**" (**ليلة النصف من شعبان**) বলা হয়, যার অর্থ "শাবান মাসের অর্ধবর্তী রাত"। এটি ইসলামী ইতিহাসে একটি বিশেষ রাত হিসেবে পরিচিত। **শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাতটি** মুসলিম সমাজে শবে বরাত নামে পরিচিত।

শবে বরাতের গুরুত্ব বিশেষ করে হাদিসের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামী চিন্তাধারায়, এই রাতের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তাআলার রহমত ও মাগফিরাত লাভ করা। এই রাতে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের পাপ মাফ করেন এবং বিপদ থেকে মুক্তি দেন। এই রাতের আমল হিসেবে বিশেষ নামাজ, দোয়া, তাসবিহ পাঠ এবং আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়।

হাদিসে আছে: **إِنَّ اللَّهَ يَطَّلِعُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ.** (সুনান ইবনে মাজাহ, হাদিস: 1390)

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা শাবান মাসের মধ্যরাত (১৫ তারিখের রাত) সৃষ্টিকুলের প্রতি দৃষ্টি দেন এবং সবাইকে ক্ষমা করেন, তবে মুশরিক (যে আল্লাহর সঙ্গে শরিক করে) এবং পরস্পরে শত্রুতা পোষণকারী ব্যক্তিদের ক্ষমা করেন না। (সুনান ইবনে মাজাহ, কিতাব: إقامة الصلاة والسنة فيها, باب: ما جاء في ليلة النصف من شعبان)

এই রাতে ভাগ্য নির্ধারণ হয়?

উত্তর হচ্ছেঃ এই **রাতে ভাগ্য নির্ধারণ হয় না**, শবে বরাতের রাতে অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করেন, কিন্তু ইসলামি পরিপ্রেক্ষিতে এই রাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো হাদিস বা ভিত্তি নেই, যা এই ধারণাকে সমর্থন করে। বরং, এটি একটি বিশেষ রাত হিসেবে মনে করা হয়, যেখানে বান্দারা আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত প্রার্থনা করেন, কিন্তু ভাগ্য বা দুনিয়ার ঘটনা ওই রাতে নির্ধারিত হয় না।

আল-কোরআনে সরাসরি শবে বরাত সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট আয়াত নেই। তবে, কিছু ব্যাখ্যাকার এবং তাফসিরকারকরা শবে বরাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার জন্য কিছু আয়াতের সঙ্গে এটি সম্পর্কিত করার চেষ্টা করেছেন। তবে প্রাচীন ও বিশুদ্ধ তাফসিরকারদের মতে, শবে বরাতের বিষয়টি

কোরআনে উল্লেখিত হয়নি। এটি মূলত কিছু হাদিসে পরোক্ষভাবে উল্লেখিত হয়েছে, যদিও অনেক ইসলামী স্কলারদের মতে এ হাদিসগুলোর প্রামাণিকতা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

কোরআনের আলোকে শবে বরাতঃ

১. অনেকেই সূরা আদ-দুখানের ৩য় আয়াত,

حم ۚ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ

“হা-মীম। শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের, নিশ্চয়ই আমরা তা নাজিল করেছি এক বরকতময় রাত্রিতে। আমরা সতর্ককারী।” (আদ-দুখান, ৪৪:৩)

এই আয়াতকে শবে বরাতের রাতের সাথে সম্পর্কিত মনে করেন, তবে অধিকাংশ আলেমের মতে এটি "লাইলাতুল কদর" তথা কদরের রাতের প্রতি ইঙ্গিত করে।

২. ইসলামী ফিকহ এবং বহু স্কলারের মতে, শবে বরাত সম্পর্কে কোরআনে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই এবং এটি পালন করার নির্দেশনা বা নির্দিষ্ট রীতির ব্যাপারে কোনো কোরআনিক ভিত্তি পাওয়া যায় না।

অতএব, **কোরআনে সরাসরি শবে বরাতের বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই**। এটি মূলত হাদিস ও পরবর্তী ইসলামী স্কলারদের হাদিস বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে মুসলিম সমাজে হাদিসের আলোকে প্রমাণিত আমাল হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে।

হাদিসের আলোকে শবে বরাত

إِنَّ اللَّهَ يَطَّلِعُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ.
(সুনান ইবনে মাজাহ, হাদিস: 1390)

বাংলা অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা শাবান মাসের মধ্যরাত (১৫ তারিখের রাত) সৃষ্টিকুলের প্রতি দৃষ্টি দেন এবং সবাইকে ক্ষমা করেন, তবে মুশরিক (যে আল্লাহর সঙ্গে শরিক করে) এবং পরস্পরে শত্রুতা পোষণকারী ব্যক্তিদের ক্ষমা করেন না। (সুনান ইবনে মাজাহ, কিতাব: إقامة الصلاة والسنة فيها, باب: ما جاء في ليلة النصف من شعبان)

আরেকটি হাদিসে আছে:

يُطْلِعُ اللَّهُ إِلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ.

(মুসনাদ আহমদ, হাদিস: 6646)

বাংলা অর্থ: শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাতে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকুলের প্রতি দৃষ্টি দেন এবং সবাইকে ক্ষমা করেন, তবে মুশরিক এবং যারা পরস্পর শত্রুতা করে তাদের ক্ষমা করেন না।

এই হাদিসগুলোতে শবে বরাতের বিশেষ গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি এমন একটি রাত, যখন আল্লাহ তাআলা রহমত ও মাগফিরাত বর্ষণ করেন। তবে শর্ত হলো, বান্দাকে শিরক ও শত্রুতা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। তাই এই রাতে আমাদের উচিত আল্লাহর কাছে তওবা করা, শত্রুতা পরিহার করা এবং আল্লাহর মাগফিরাত কামনা করা।

শবে বরাত নিয়ে আরও কিছু হাদিস পাওয়া যায়, তবে অনেক হাদিসের ক্ষেত্রে প্রামাণিকতা বা সনদ নিয়ে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে নিম্নোক্ত হাদিসগুলো শবে বরাতের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য: إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا.
(ইবনে মাজাহ, হাদিস: 1388)

বাংলা অর্থ: যখন শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাত আসে, তখন তোমরা রাতটি ইবাদতে কাটাও এবং দিনের বেলা রোজা রাখো। إِنَّ اللَّهَ يَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ. (তিরমিজি, হাদিস: 739)

বাংলা অর্থ: শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাতে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিজীবের প্রতি দৃষ্টি দেন এবং সবাইকে ক্ষমা করেন, তবে মুশরিক এবং যারা মানুষের সঙ্গে শত্রুতা করে, তাদের ক্ষমা করেন না।
يَغْفِرُ اللَّهُ لِلنَّاسِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ. (মুসনাদ আহমাদ, হাদিস: 7397)

বাংলা অর্থ: শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাতে আল্লাহ তাআলা মানুষকে ক্ষমা করেন, তবে যারা আল্লাহর সঙ্গে শরিক করে এবং যারা মানুষের সঙ্গে শত্রুতা করে, তাদের ক্ষমা করেন না।
আরেকটি হাদিস প্রসিদ্ধ যদিও অনেক আলেম হাদিসের রেফারেন্স দুর্বল বলেছেন, তবে মনে রাখা দরকার আমালের ক্ষেত্রে রেফারেন্স কিছুটা দুর্বল হলেও গ্রহণযোগ্য, কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে রেফারেন্স শক্তিশালী হওয়া জরুরী। উক্ত হাদিস টি হলোঃ

إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ :أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا، أَلَا كَذَا، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

(ইবনে মাজাহ, হাদিস: 1388)

বাংলা অর্থ: যখন শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাত আসে, তখন তোমরা রাতটি নামাজে কাটাও এবং দিনের বেলায় রোজা রাখো। কারণ আল্লাহ তাআলা ওই রাতে সূর্যাস্ত থেকে আসমানে অবতীর্ণ হন এবং বলেন: ‘আছো কি কেউ আমার

কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার, আমি তাকে ক্ষমা করবো? আছো কি কেউ রিজিকের প্রার্থনা করার, আমি তাকে রিজিক দেবো? আছো কি কেউ বিপদগ্রস্ত, আমি তাকে সুস্থতা দান করবো?' এভাবে তিনি ফজর পর্যন্ত বলতে থাকেন।

উপরোক্ত হাদিসগুলোর মূল বিষয় হলো:

i. **শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাত** আল্লাহর বিশেষ রহমত ও ক্ষমার রাত।
ii. আল্লাহ তাআলা মুশরিক (আল্লাহর সঙ্গে শরিক স্থাপনকারী) এবং **শত্রুতা পোষণকারী** ব্যক্তিদের ক্ষমা করেন না।
iii. এই রাত ইবাদত, দোয়া এবং আত্মশুদ্ধির জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

শবে বরাতের ফযিলতঃ

শবে বরাত ইসলামের একটি তাৎপর্যপূর্ণ রাত, যা শাবান মাসের পনেরোতম রাতে পালিত হয়। এই রাতকে "লাইলাতুল বরাত" বা মুক্তির রাত বলা হয়। কুরআন ও হাদিসের আলোকে এটি এমন একটি রাত যখন মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের ওপর বিশেষ দৃষ্টি দেন, তাদের পাপ ক্ষমা করেন, তাদের জন্য রহমত বর্ষণ করেন এবং পরবর্তী বছরের ভাগ্য নির্ধারণ করেন।

কুরআনে শবে বরাতের ইঙ্গিত *সূরা আদ-দুখানের আয়াত:* ***আল্লাহ তাআলা বলেন:***
حمٓ، وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلۡمُبِينِ، إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةٖ مُّبَٰرَكَةٍۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، فِيهَا يُفۡرَقُ كُلُّ أَمۡرٍ حَكِيمٍ
বাংলা অর্থ: হা-মীম। শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের। আমি এটি নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে। নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী। এই রাতে প্রত্যেক বিষয়ে প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। (সূরা আদ-দুখান: ১-৪)
তাফসিরবিদদের মতে, এখানে বর্ণিত "বরকতময় রাত" মূলত লাইলাতুল কদর। তবে কিছু আলেম মনে করেন, এটি শবে বরাতের রাতের প্রতিও ইঙ্গিত হতে পারে, কেননা এই রাতে আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টির ভাগ্য নির্ধারণ করেন।

হাদিসে শবে বরাতের ফযিলত
শবে বরাতের ফযিলত সম্পর্কে হাদিসের বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। নিচে কিছু নির্ভরযোগ্য হাদিস উল্লেখ করা হলো:
১. আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া: হজরত আবু মুসা আশআরি (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: **إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ** **বাংলা অর্থ:** নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা শাবানের পঞ্চদশ রাতে তাঁর সমস্ত সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি দেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষ পোষণকারী ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করে দেন। (ইবন মাজাহ: ১৩৯০, তিরমিজি: ৭৩৯)

২. রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শবে বরাতে ইবাদত: হজরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন:
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ
বাংলা অর্থ: আল্লাহ তাআলা শাবানের পনেরোতম রাতে পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করেন এবং কিলাব গোত্রের ভেড়ার পশমের চেয়েও বেশি সংখ্যক মানুষকে ক্ষমা করেন।
(তিরমিজি: ৭৩৯, মুসনাদ আহমদ: ২৫৮৪৩)
৩. ভাগ্য নির্ধারণের রাত: ইকরিমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন:
فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يُكْتَبُ الْآجَالُ وَالْأَرْزَاقُ وَيُكْتَبُ فِيهَا الْحُجَّاجُ
বাংলা অর্থ: শাবানের মধ্যরাতে মানুষের জীবন-মৃত্যু, রিজিক এবং হজযাত্রীদের তালিকা নির্ধারণ করা হয়। (তাবারানি: ৭৬৭৫)

শবে বরাত সম্পর্কে সাহাবী ও তাবিয়ীগণের মতামত ও আমল

শবে বরাত সম্পর্কে সাহাবী ও তাবিয়ীগণের মতামত এবং তাঁদের আমলকে বিশুদ্ধ দলিলের আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে। নিচে শবে বরাতের সাথে সম্পর্কিত হাদিস ও প্রাসঙ্গিক দলিলসমূহ উল্লেখ করে আলোচনা করা হলো।

শবে বরাত সম্পর্কে সাহাবীগণের আমল ও মতামতঃ সাহাবীদের মধ্যে শাবান মাসের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা রয়েছে, তবে শবে বরাতকে নির্দিষ্টভাবে উদযাপন বা এই রাতে বিশেষ আমল করার প্রমাণ নির্ভরযোগ্য হাদিসে পাওয়া যায় না।
হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণনা: "রাসুলুল্লাহ (সা.) রমজান মাস ব্যতীত অন্য কোনো মাসে এত বেশি রোজা রাখতেন না, যতটা তিনি শাবান মাসে রাখতেন।"
(সহিহ বুখারি: ১৯৬৯; সহিহ মুসলিম: ১১৫৬)
হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "আল্লাহ তাআলা শাবান মাসের ১৫তম রাতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং মুশরিক ও হিংসুক ব্যতীত সবাইকে ক্ষমা করে দেন।" **(ইবনে মাজাহ: ১৩৯০; সহিহ ইবনে হিব্বান: ৫৬৬৫; মুসনাদে আহমাদ: ২৫৬০০)**

সাহাবীদের মধ্যে শবে বরাতের নির্দিষ্ট আমলের প্রচলন: বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকে সাহাবীদের মধ্যে এই রাতে দলবদ্ধভাবে নির্দিষ্ট আমল বা কোনো উৎসব পালনের প্রমাণ নেই। তবে তারা এই রাতের ফজিলত উপলব্ধি করে ব্যক্তিগত ইবাদত ও দোয়ায় মনোযোগী হতেন।

তাবিয়ীগণের মতামত ও আমল: তাবেয়ী **ইকরিমা (রহ.) বলেন:** "শাবানের **১৫**তম রাতে আল্লাহ তায়ালা সমস্ত তাকদির নির্ধারণ করেন। এই রাতে বান্দাদের পাপ মোচন এবং দোয়া কবুল হয়।" ***(তাফসির ইবনে কাসির, সূরা আদ-দুখান: ৩-৪)***
তাবিয়ীগণের ইবাদতঃ তাবিয়ীগণ এই রাতে সাধারণত ব্যক্তিগত ইবাদত করতেন। দলবদ্ধভাবে কোনো নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান বা আচার পালনের কোনো প্রমাণ নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া যায় না।
ইবনে তায়মিয়া (রহ.) বলেন: **"শাবানের ১৫তম রাত সম্পর্কে একাধিক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এটি বরকতময় একটি রাত। তবে এই রাতে বিশেষ পদ্ধতিতে ইবাদত করার কোনো প্রমাণ রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর থেকে পাওয়া যায় না।"** *(মাজমু' ফাতাওয়া: ২৩/১৩১)*

শবে বরাত বা শাবান মাসের ১৫তম রাত সম্পর্কে চার মাযহাবের ইমামদের মতামত

১. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও তাঁর মাযহাবের মতামত: ইমাম আবু হানিফা (রহ.) শবে বরাত সম্পর্কে সরাসরি কোনো বক্তব্য প্রদান করেননি। তবে হানাফি মাযহাবের অনেক পরবর্তী আলেম এই রাতকে ফজিলতপূর্ণ বলে মত দিয়েছেন এবং এই রাতে ইবাদতের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন।

হানাফি ফিকহের গ্রন্থসমূহে শবে বরাত: *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া-তে বলা হয়েছে: "শাবান মাসের ১৫তম রাত ইবাদতের জন্য বরকতময়। এই রাতে ইবাদত করা মুস্তাহাব।"* **(আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া, ১/২১২)**

তবে হানাফি মাযহাবে এই রাতে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ইবাদত বা দলবদ্ধ কোনো আমল করার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে, কারণ এটি রাসুলুল্লাহ (সা.) বা সাহাবীদের আমল দ্বারা প্রমাণিত নয়।

২. ***ইমাম মালিক (রহ.)* ও তাঁর মাযহাবের মতামত:** ইমাম মালিক (রহ.) শবে বরাতকে বিশেষভাবে উদযাপনের পক্ষে ছিলেন না। তিনি বিদআত বা নতুন প্রথা প্রচলনের বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তাঁর মতে, রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং সাহাবীরা যদি কোনো নির্দিষ্ট রাতে ইবাদত বা উদযাপন করতেন, তবে তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত থাকত।

মালিকি মাযহাবের অবস্থান: মালিকি ফিকহের অন্যতম **প্রধান গ্রন্থ** আল-মুদাওয়ানা-**তে বলা হয়েছে:** শবে বরাতের নির্দিষ্ট কোনো আমল করার বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং সাহাবীদের থেকে কিছুই প্রমাণিত হয়নি।" **ইমাম মালিক (রহ.) সাধারণত এমন ইবাদতের প্রতি জোর দিতেন, যেগুলো কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সরাসরি প্রমাণিত।**

৩. ***ইমাম শাফি'ঈ (রহ.)* ও তাঁর মাযহাবের মতামত**

ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) শবে বরাতকে ফজিলতপূর্ণ একটি রাত হিসেবে গণ্য করেছেন। তাঁর মতে, এই রাতে আল্লাহ তাআলা বান্দাদের প্রতি বিশেষ রহমত

দৃষ্টি দেন এবং বান্দাদের দোয়া কবুল করেন। ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) বলেন: **"আমাদের কাছে প্রমাণিত হয়েছে যে শাবানের ১৫তম রাত বরকতময়। এই রাতে দোয়া করা এবং নফল ইবাদত করা মুস্তাহাব।"**

(কিতাবুল উম্ম। **শাফি'ঈ মাযহাবে প্রচলন:** শাফি'ঈ আলেমদের মধ্যে এই রাতে ব্যক্তিগত ইবাদত ও কুরআন তিলাওয়াত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তবে দলবদ্ধভাবে বিশেষ আমল করার বিষয়টি তাঁরা নিরুৎসাহিত করেছেন।

৪. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ও তাঁর মাযহাবের মতামত

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) শবে বরাতের রাতের ফজিলতকে স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, শাবান মাসের ১৫তম রাতে ইবাদত করা উত্তম, তবে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আমল করা বা উৎসব পালন করা উচিত নয়। **ইমাম আহমদ (রহ.)-** বলেন: "শাবানের ১৫তম রাত সম্পর্কে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যা এই রাতের ফজিলতের প্রমাণ বহন করে। তবে এই রাতে কোনো দলবদ্ধ ইবাদতের প্রচলন রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে প্রমাণিত নয়।"

শবে বরাত সম্পর্কে চার মাযহাবের সারসংক্ষেপ বক্তব্য:

১. হানাফি মাযহাব: শবে বরাত ফজিলতপূর্ণ একটি রাত। এই রাতে ইবাদত করা মুস্তাহাব, তবে নির্দিষ্ট কোনো আমল করার প্রমাণ নেই।

২. মালিকি মাযহাব: শবে বরাত পালন সম্পর্কে সরাসরি কোনো আমল করার কথা সাহাবী বা তাবিয়ীদের থেকে প্রমাণিত নয়।

৩. শাফি'ঈ মাযহাব: শবে বরাত ফজিলতপূর্ণ। এই রাতে ব্যক্তিগত ইবাদত ও দোয়া করা উত্তম।

৪. হানাবালি মাযহাব: শবে বরাত ফজিলতপূর্ণ। তবে দলবদ্ধভাবে উদযাপন বা নির্দিষ্ট কোনো আমল করার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়।

শবে বরাতের আমল

১. নফল নামাজ আদায়: নফল নামাজ আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের অন্যতম মাধ্যম। শবে বরাতের রাতে বেশি বেশি নফল নামাজ পড়ার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর কাছে নিজের জন্য ক্ষমা এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রার্থনা করতে পারে।

কীভাবে পড়া উচিত? শবে বরাতে দুই রাকাত করে নফল নামাজ পড়া যেতে পারে। প্রতিটি রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে ছোট ছোট সূরা তিলাওয়াত করা উত্তম। বিশেষত, এই রাতে "সূরা ইখলাস" বারবার পড়া একটি ফযিলতপূর্ণ আমল হিসেবে পরিগণিত।

কোন দোয়া করবেন? নফল নামাজের সিজদায় এবং নামাজ শেষে আল্লাহর কাছে মাগফিরাতের দোয়া করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়ার সময় আল্লাহর প্রশংসা করতেন এবং পরম আন্তরিকতার সঙ্গে তওবা করতেন।

উদ্দেশ্য: নফল নামাজ বান্দাকে আত্মিকভাবে শুদ্ধ করে। এটি আল্লাহর কাছে বান্দার ভালোবাসা ও আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যম।

২. কুরআন তিলাওয়াত: কুরআন তিলাওয়াত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা আমাদের অন্তরকে শুদ্ধ করে এবং আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করে।

- **কোন অংশ তিলাওয়াত করবেন?** শবে বরাতে কুরআনের যেকোনো অংশ তিলাওয়াত করা যেতে পারে। তবে বিশেষভাবে সূরা ইয়াসিন, সূরা মুলক, এবং সূরা আর-রহমান তিলাওয়াত করা অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ।
- **তিলাওয়াতের গুরুত্ব:** কুরআন পাঠের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর কাছ থেকে হিদায়াত লাভ করে। এটি আত্মার জন্য খাদ্যস্বরূপ এবং আল্লাহর কাছে বিশেষ অনুগ্রহ লাভের মাধ্যম।
- **প্রভাব:** শবে বরাতে কুরআন তিলাওয়াত বান্দার গুনাহ মাফের পথ সুগম করে এবং আল্লাহর সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করে।

৩. দোয়া ও তওবা: শবে বরাত হলো তওবার রাত। এই রাতে বান্দা আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে নিজের পাপের জন্য ক্ষমা চাইলে আল্লাহ তা কবুল করেন।

- **দোয়ার পদ্ধতি:** দোয়া করার আগে আল্লাহর প্রশংসা এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওপর দরুদ পাঠ করুন। এরপর আল্লাহর কাছে নিজের পাপের জন্য ক্ষমা চাইতে থাকুন। আল্লাহর কাছে জান্নাতের প্রার্থনা করুন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি চান।
- **বিশেষ দোয়া:** রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি দোয়া বিশেষভাবে পড়তেন: **اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي**
বাংলা অর্থ: হে আল্লাহ, তুমি ক্ষমাশীল। তুমি ক্ষমা করতে ভালোবাস। আমাকেও ক্ষমা করে দাও।
- **তওবার গুরুত্ব:** শবে বরাত তওবার জন্য বিশেষ রাত। আল্লাহ বান্দার তওবা কবুল করার জন্য প্রস্তুত থাকেন। বান্দা যত বড় পাপীই হোক, এই রাতে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ তা কবুল করেন।

৪. **রোজা রাখা:**

শবে বরাতের পরদিন অর্থাৎ শাবান মাসের ১৫ তারিখে রোজা রাখা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর একটি সুন্নাহ। **রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রোজা রাখার অভ্যাস:** হাদিসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শাবান মাসে অধিক পরিমাণে রোজা রাখতেন।
হজরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ :مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.

বাংলা অনুবাদ: হজরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে রমজান ছাড়া আর কোনো পুরো মাসের রোজা রাখতে দেখিনি। তবে আমি তাকে শাবান মাসে যত বেশি রোজা রাখতে দেখেছি, অন্য কোনো মাসে তত বেশি রোজা রাখতে দেখিনি।" (সহীহ মুসলিম: ১১৫৬)

রোজার ফযিলত: রোজা আত্মাকে পবিত্র করে এবং বান্দার আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। এটি শবে বরাতের ইবাদতকে পরিপূর্ণতা দেয়।

রোজার পদ্ধতি: সেহরি খাওয়া দিয়ে রোজার সূচনা করতে হয়। ফজরের আগে সেহরি শেষ করতে হবে এবং সূর্যাস্তের পর ইফতার করতে হবে। এই সময়ে দোয়া কবুল হয়, তাই ইফতারের সময়ও বিশেষভাবে দোয়া করতে হবে।

৫. মৃতদের জন্য দোয়া করা:

শবে বরাতে মৃত আত্মীয়-স্বজন ও মুসলিম উম্মাহর জন্য দোয়া করার গুরুত্ব রয়েছে। হাদিসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শবে বরাতে কবরস্থানে গিয়ে মৃতদের জন্য দোয়া করতেন।

- **দোয়ার গুরুত্ব:** মৃতদের জন্য দোয়া করা একটি সাওয়াবের কাজ। এটি মৃতদের আত্মার শান্তি কামনার একটি উত্তম উপায়।
- **কবরস্থানে যাওয়া:** যদি সম্ভব হয়, শবে বরাতের রাতে কবরস্থানে গিয়ে মৃতদের জন্য দোয়া করা যায়। তবে যারা কবরস্থানে যেতে পারেন না, তারা বাড়িতে থেকেও দোয়া করতে পারেন।

শবে বরাত: ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট

শবে বরাতের গুরুত্ব মূলত হাদিসের আলোকে প্রতিষ্ঠিত। হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ يَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ

বাংলা অনুবাদ: নিশ্চয়ই আল্লাহ শা'বান মাসের পনেরোতম রাতে তাঁর সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং সকলকে ক্ষমা করেন, তবে মুশরিক (অর্থাৎ আল্লাহর সাথে কাউকে শরিককারী) এবং হিংসাপরায়ণ ব্যক্তিকে (তাঁর ক্ষমার) বাইরে রাখেন।

এই হাদিসটি শবে বরাতের রাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং রহমতের কথা উল্লেখ করে। তবে এটি সনদ (হাদিসের সূত্র) অনুযায়ী দুর্বল (যয়ীফ) হিসেবে চিহ্নিত।

তবে শবে বরাতের ফজিলত নিয়ে যে সকল হাদিস পাওয়া যায়, তার মধ্যে অধিকাংশই দুর্বল (যয়ীফ) বা জাল (মাউদু। ইসলামের বিভিন্ন স্কলার, যেমন ইমাম ইবনু তাইমিয়া, ইবনে কাসির এবং ইমাম নববি, এই রাতে বিশেষ ইবাদতের প্রথা বা কোনো বিশেষ আমলের বাধ্যবাধকতা নিয়ে সতর্ক করেছেন।

কুরআনের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ

শবে বরাতের ফজিলত নিয়ে কুরআনে সরাসরি কোনো আয়াত নেই। তবে কিছু মতবাদে সূরা দুখানের আয়াত (৪৪:৩-৪) উল্লেখ করা হয়:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ
فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

"নিশ্চয় আমরা এক বরকতময় রাতে এটিকে (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি। নিশ্চয় আমরা সতর্ককারী। সে রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় নির্ধারিত হয়।" অনেক স্কলার একমত হয়েছেন যে এই আয়াত লাইলাতুল কদরের সঙ্গে সম্পর্কিত। সুতরাং, কুরআনের আলোকে শবে বরাতের গুরুত্ব স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়।

শবে বরাতের গোসল: একটি ভিত্তিহীন রীতি

বিশ্বাসের মূল বিষয়: শবে বরাতের রাতে গোসল করার মাধ্যমে পাপমুক্তি এবং আল্লাহর রহমত লাভের একটি ধারণা রয়েছে। অনেক সমাজে এটিকে বিশেষ ইবাদত হিসেবে দেখা হয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ: ইসলামের মৌলিক শিক্ষায় গোসল একটি পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম এবং এটি কোনো নির্দিষ্ট রাতের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। পবিত্রতা ইসলামের একটি সার্বজনীন নির্দেশনা, যা প্রতিদিনের জন্য প্রযোজ্য। শবে বরাতের জন্য বিশেষভাবে গোসল করার কোনো নির্দেশনা কুরআন বা হাদিসে পাওয়া যায় না।

ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব: শবে বরাতের গোসলের প্রথা মূলত লোকায়ত ধর্মীয় চর্চা থেকে উদ্ভূত। হিন্দু সমাজে বিশেষ পূজা বা অনুষ্ঠানের আগে গোসল করার যে সংস্কৃতি ছিল, তা উপমহাদেশীয় মুসলিম সমাজে প্রভাব ফেলেছে।

সমাজে এর প্রভাব: গোসলের এই ভিত্তিহীন ধারণা মানুষের মধ্যে অযৌক্তিক চাপ তৈরি করেছে। অনেকেই মনে করেন, শবে বরাতের গোসল না করলে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হতে হবে। এটি ধর্মীয় ভুল ধারণাকে আরও প্রসারিত করে।

শবে বরাতের হালুয়া-রুটি: ধর্মীয় প্রথা নাকি সাংস্কৃতিক চাপ?

উৎপত্তি ও প্রচলন: বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তানের মতো উপমহাদেশের মুসলিম সমাজে শবে বরাত উপলক্ষে হালুয়া-রুটি তৈরির একটি সুদৃঢ় প্রথা প্রচলিত। এটি সাধারণত পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয় এবং আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের মধ্যে ভাগ করা হয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ: কুরআন ও হাদিসে শবে বরাতের সাথে কোনো খাবার তৈরির রীতি বা তা বিতরণের নির্দেশনা পাওয়া যায় না। রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সময় বা সাহাবিদের জীবনে এমন কোনো উদাহরণ নেই।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: হালুয়া-রুটি তৈরির রীতিটি মুঘল যুগের রন্ধনশৈলী থেকে এসেছে। এটি একটি সাংস্কৃতিক প্রথা, যা সময়ের সাথে ধর্মীয় আচার বলে বিবেচিত হয়েছে।

সমাজে এর প্রভাব: অনেক দরিদ্র পরিবার এই প্রথা পালন করতে গিয়ে আর্থিক চাপের মুখোমুখি হয়। বিশেষত সমাজের নিম্ন আয়ের মানুষদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব তৈরি হয়। ধর্মীয় চেতনার পরিবর্তে এটি সামাজিক মর্যাদা প্রদর্শনের একটি মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৫ই শা'বানের দিনে সিয়াম পালন: একটি বিতর্কিত প্রথা

বিশ্বাসের ভিত্তি: শবে বরাতের রাতের পরদিন সিয়াম (রোজা) পালন করা অত্যন্ত পুণ্যের কাজ বলে ধরা হয়। অনেকের মতে, এটি শবে বরাতের ইবাদত পূর্ণ করার একটি উপায়।

ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ: রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর একটি হাদিসে বলা হয়েছে, عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.

বাংলা অর্থ: হজরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন: "রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এত বেশি রোজা রাখতেন যে আমরা বলতাম, তিনি বোধহয় আর ইফতার করবেন না। আবার কখনো এত বেশি ইফতার করতেন যে আমরা বলতাম, তিনি বোধহয় আর রোজা রাখবেন না। আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে রমজান মাস ছাড়া কোনো সম্পূর্ণ মাস রোজা রাখতে দেখিনি এবং আমি তাঁকে শা'বান মাসে যত বেশি রোজা রাখতে দেখেছি, অন্য কোনো মাসে তত বেশি রোজা রাখতে দেখিনি।

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) শা'বান মাসে অধিক পরিমাণে নফল রোজা রাখতেন, তবে পুরো মাসের রোজা রাখার বিধান ছিল না। এটি শবে বরাতের দিন বিশেষভাবে রোজা রাখার প্রথার সমর্থনে কোনো সরাসরি দলিল নয়।

তবে শবে বরাতের রাতের পরদিন বিশেষভাবে সিয়াম পালনের বিষয়টি কুরআন বা হাদিসে উল্লেখ নেই। এটি একটি ভিত্তিহীন ধারণা, যা মূলত কুরআন ও হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা থেকে এসেছে।

সমাজে এর প্রভাব: এই ভিত্তিহীন প্রথার কারণে মানুষ অনেক সময় শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও সিয়াম রাখতে বাধ্য বোধ করেন। এটি ইসলামের মূল শিক্ষার বিরোধী।

ভিত্তিহীন ধারণাগুলোর উৎস ও প্রচলন

১. সংস্কৃতিগত প্রভাব: উপমহাদেশের মুসলিম সমাজে হিন্দু এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতির দীর্ঘ সহাবস্থানের কারণে কিছু রীতিনীতি ইসলামের সঙ্গে মিশে গেছে। শবে বরাতের প্রথাগুলো তার একটি উদাহরণ।

২. অজ্ঞতা ও ভুল ব্যাখ্যা: কুরআন ও হাদিসের যথাযথ শিক্ষার অভাবে সমাজে অনেক সময় ভিত্তিহীন ধারণা প্রচলিত হয়েছে। মানুষ নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে এসব প্রথা তৈরি করেছে।

৩. সামাজিক চাপ: সমাজে মানসম্মান রক্ষা এবং সামাজিক স্বীকৃতি পেতে মানুষ অনেক সময় এমন প্রথাগুলো পালন করে। ফলে এটি ধর্মীয় নয়, বরং সামাজিক রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভিত্তিহীন ধারণাগুলো দূর করার উপায়

১. ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তার: কুরআন ও হাদিসের সঠিক শিক্ষার প্রচারের মাধ্যমে শবে বরাতের প্রকৃত গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে হবে।

২. আলেমদের ভূমিকা: ইসলামিক স্কলারদের উচিত সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রদান এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রচার করা।

৩. মিডিয়া ও প্রযুক্তির ব্যবহার: ইসলামিক শিক্ষার প্রচারের জন্য টেলিভিশন, রেডিও এবং সামাজিক মাধ্যমের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪. পরিবারে সচেতনতা তৈরি: পরিবারে অভিভাবকদের উচিত সন্তানদের ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে শিক্ষিত করা। শবে বরাত ইসলামের একটি ফজিলতপূর্ণ রাত হলেও এর সাথে সম্পর্কিত অনেক ভিত্তিহীন ধারণা প্রচলিত রয়েছে, যা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে। শবে বরাতের গোসল, হালুয়া-রুটির প্রথা এবং ১৫ই শা'বানের রোজা পালনের ধারণাগুলো ধর্মীয় নির্দেশনার চেয়ে সাংস্কৃতিক প্রভাব থেকে এসেছে। এ ধরনের বানোয়াট ধারণা দূর করার জন্য সঠিক ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শবে বরাতে বর্জনীয় বিষয়সমূহ: ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ

শবে বরাত ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রাত। এই রাতে আল্লাহতায়ালা বান্দার জন্য বিশেষ রহমত, মাগফিরাত এবং ক্ষমার দরজা উন্মুক্ত করেন। তবে, ইসলামের সঠিক দিকনির্দেশনা অনুযায়ী ইবাদত-বন্দেগি করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি এই রাতের কিছু কার্যকলাপ বর্জন করাও অত্যাবশ্যক। অনেক ক্ষেত্রে শবে বরাত উদযাপন নিয়ে মুসলিম সমাজে এমন কিছু কর্মকাণ্ড প্রচলিত রয়েছে, যা ইসলামের মূল শিক্ষার বিপরীত। ইসলামী শরিয়াহ অনুযায়ী এই কার্যকলাপগুলো বর্জনীয়। নিচে শবে বরাতে বর্জনীয় বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো।

১. বিদআত বা নতুন প্রথা প্রবর্তন: ইসলামে বিদআত (ধর্মে নতুন বিষয় সংযোজন) কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। শবে বরাত উপলক্ষে এমন কিছু বিশেষ ইবাদত বা আয়োজন করা হয় যা রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবাদের সময় প্রচলিত ছিল না। উদাহরণস্বরূপ:

- শবে বরাতের নামাজের জন্য নির্দিষ্ট রাকাত ও সুরা নির্ধারণ করা।
- মসজিদে বড় আকারের সমাবেশ করে বিশেষ মিলাদ বা দোয়া অনুষ্ঠান আয়োজন করা।
- রাতব্যাপী জেগে থাকার জন্য সামাজিক চাপ তৈরি করা।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: **مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ**
"যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে এমন কোনো নতুন বিষয় সংযোজন করবে, যা এর অংশ নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।" (**সূত্র:**সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৭১৮)

২. আতশবাজি ও আনন্দ উদযাপন: শবে বরাত উপলক্ষে কিছু অঞ্চলে আতশবাজি, আনন্দ-উল্লাস ও উৎসবের আয়োজন করা হয়। এটি ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। শবে বরাত কোনো আনন্দের রাত নয়, এটি আত্মসমালোচনা, তাওবা ও ইবাদতের রাত।
ইসলামে সম্পদের অপচয় ও অহেতুক কার্যকলাপকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন: **إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا**

বাংলা অনুবাদ: নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই, এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ। সূরা ইসরা (১৭:২৭)

৩. মিথ্যা বিশ্বাস ও কুসংস্কার: শবে বরাত নিয়ে অনেক ভুল ধারণা সমাজে প্রচলিত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ:

-এই রাতে মৃত আত্মারা জীবিতদের বাড়িতে আসেন বলে বিশ্বাস করা।

-কিছু নির্দিষ্ট আমল করলে বছরের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে বলে ধারণা করা।

-শবে বরাতের রাতেই কেবল তাকদির লিখিত হয়, এই বিশ্বাস প্রচার করা। অথচ কুরআনে সূরা আদ-দুখানের ৩-৪ নম্বর আয়াত অনুযায়ী, কদরের রাতেই (লাইলাতুল কদর) এই বিষয়টি ঘটে।

রাসূল (সা.) বলেছেন: **مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ ٱلنَّارِ** "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার নামে মিথ্যা বলবে, সে যেন জাহান্নামে নিজের স্থান প্রস্তুত করে নেয়।" (সূত্র: সহিহ বুখারি, হাদিস: ১২৯১)

৪. অযথা আলোকসজ্জা ও অর্থের অপচয়: শবে বরাত উপলক্ষে মসজিদ, ঘরবাড়ি বা সড়ক আলোকসজ্জা করা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। এটি মূলত অপ্রয়োজনীয় খরচ ও সম্পদের অপচয়। ইসলামে মিতব্যয়িতা ও সংযমের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন: يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوٓاْ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ

বাংলা অনুবাদ: হে আদম সন্তানগণ! তোমরা প্রতিটি নামাজের সময় তোমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ করো, আর খাও ও পান করো, কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। (**সূত্র:** সূরা আরাফ ৭:৩১)

৫. বিশেষ খাবারের আয়োজনকে বাধ্যতামূলক মনে করা: শবে বরাত উপলক্ষে বিশেষ খাবার যেমন হালুয়া-রুটি তৈরি এবং তা বিতরণকে অনেক সময় বাধ্যতামূলক মনে করা হয়। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবিদের জীবনে এমন কোনো উদাহরণ পাওয়া যায় না। এটি একটি সামাজিক প্রথা, যা ইসলামী বিধানের

অংশ নয়। এই প্রথা আর্থিকভাবে দুর্বলদের ওপর চাপ তৈরি করে, যা ইসলাম সমর্থন করে না।

৬. শিরক ও অন্যায় বিশ্বাস: কিছু ক্ষেত্রে শবে বরাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়, যেমন মৃত ব্যক্তিদের আত্মার কাছে দোয়া চাওয়া। এটি সরাসরি শিরকের অন্তর্ভুক্ত।
আল্লাহ বলেন: إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا
বাংলা অনুবাদ:নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শিরক করাকে কখনো ক্ষমা করেন না, তবে এর চেয়ে নিম্নতর পাপ তিনি যার জন্য ইচ্ছা করেন ক্ষমা করে দেন। আর যে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে, সে নিঃসন্দেহে এক মহাপাপের অপবাদ আরোপ করে। (**সূত্র:** সূরা নিসা: ৪:৪৮)

৭. সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করা: শবে বরাত উপলক্ষে অহেতুক হৈ-হুল্লোড়, সড়কে হইচই, আতশবাজি বা লাউডস্পিকার ব্যবহার সমাজে বিরক্তি ও অশান্তি সৃষ্টি করে। এটি ইসলামের শান্তির শিক্ষার বিপরীত। আল্লাহ বলেন: وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَـٰهِلُونَ قَالُوا۟ سَلَـٰمًا
বাংলা অনুবাদ: রহমানের বান্দাগণ তারা, যারা পৃথিবীতে বিনয়ের সঙ্গে চলাফেরা করে এবং যখন মূর্খরা তাদেরকে সম্বোধন করে, তখন তারা বলে, ‘সালাম’। **সূত্র:** (সূরা ফুরকান ২৫:৬৩)

৮. নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা

কিছু স্থানে শবে বরাতের উপলক্ষে মেলা বা উৎসবের আয়োজন হয়, যেখানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ঘটে। এটি ইসলামী নৈতিকতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইসলামে পবিত্রতা রক্ষা এবং সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

শবে বরাত মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি মহিমান্বিত রাত। এই রাতের প্রকৃত গুরুত্ব উপলব্ধি করে আত্মশুদ্ধি, তাওবা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইবাদত করা উচিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবাদের অনুসৃত পন্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে বিদআত, কুসংস্কার, অপচয় ও শিরকমূলক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য। শবে বরাতের শিক্ষাই হলো আত্মসমালোচনা, পাপ থেকে মুক্তি এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। এ বিষয়ে ইসলামের সঠিক শিক্ষায় অটল থেকে এই রাত উদযাপন করা উচিত।

শবে বরাতের বিশুদ্ধ আমল:

শবে বরাত (লাইলাতুল বরাত) ইসলামী পঞ্জিকার শাবান মাসের ১৪ তারিখের রাত। এটি মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্ববহ একটি রাত, যেখানে ক্ষমা প্রার্থনা, নেক আমল এবং ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রচেষ্টা চালানো হয়। বিভিন্ন হাদিস ও ফিকহগ্রন্থে শবে বরাতের গুরুত্ব এবং এই রাতে পালনীয় আমল সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। শবে বরাতে নিম্নোক্ত আমলগুলো করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে:

১. তওবা ও ইস্তিগফার করা

শবে বরাতকে পাপ মোচনের রাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই রাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অসংখ্য বান্দাকে ক্ষমা করেন। **হাদিসের ভিত্তি:** হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সাঃ) বলেছেন:

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إن الله يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمستغفرين، ويرحم المسترحمين، ويؤخر أهل الحقد كما هم."

(سنن ابن ماجه، حديث: 1388)

বাংলা অনুবাদ: হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন:**"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মধ্য শাবানের রাতে তাঁর বান্দাদের প্রতি নজর দেন এবং ইস্তিগফারকারীদের ক্ষমা করেন, রহমতপ্রার্থীদের প্রতি রহমত করেন এবং হিংসাপূর্ণ মনোভাব পোষণকারীদের তাদের অবস্থাতেই রেখে দেন।"

(সুনান ইবনু মাজাহ, হাদিস: ১৩৮৮)

তওবা ও ইস্তিগফার আমল করার সময় নিজ নিজ পাপের জন্য ক্ষমা চাওয়া, ভবিষ্যতে পাপ থেকে বেঁচে থাকার প্রতিজ্ঞা করা এবং আল্লাহর রহমত প্রার্থনা করা উত্তম।

২. নফল নামাজ আদায় করা

শবে বরাতে নফল নামাজ আদায় করা ইসলামী ঐতিহ্যে সুপারিশকৃত। বিশেষ করে, দুই রাকাত, চার রাকাত কিংবা একাধিক রাকাত নফল নামাজ আদায় করা এই রাতে অধিক সওয়াবের কাজ।

ফজিলত সম্পর্কে: হযরত আলি (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সাঃ) বলেছেন: যখন শাবানের মধ্য রাত আসে, তখন তোমরা রাত জেগে ইবাদত করো এবং দিনের বেলা রোজা রাখো। কেননা, আল্লাহ তাআলা ওই রাতে সূর্যাস্তের পর থেকে পৃথিবীর কাছের আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন, 'কেউ কি আছো আমাকে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করবো? কেউ কি আছো রিজিক চাইবে, আমি তাকে রিজিক দেবো? কেউ কি আছো বিপদ থেকে মুক্তি চাইবে, আমি তাকে মুক্তি দেবো?' এভাবে ফজর পর্যন্ত ঘোষণা চলতে থাকে।"(সুনান ইবনু মাজাহ: ১৩৮৯)

৩. কোরআন তিলাওয়াত করা

শবে বরাতে কোরআন তিলাওয়াতের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এটি ইবাদতের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় এবং বান্দা কোরআনের বার্তা অনুযায়ী জীবন গঠনের অনুপ্রেরণা পায়।

তিলাওয়াতের গুরুত্ব: আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেন: "এই কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, এটি বরকতময়, যাতে লোকেরা এর আয়াত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এবং জ্ঞানীগণ উপদেশ গ্রহণ করে।" (সূরা সাদ: ২৯)

৪. আল্লাহর জিকির ও দোয়া করা

এই রাতে আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ উচ্চারণ এবং দোয়া করা অত্যন্ত পুণ্যময়। বিশেষত, রাতের নির্জন মুহূর্তে দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সাঃ) বলেছেন: "আল্লাহ বলেন, 'আমি আমার বান্দার ধারণা অনুযায়ী তার প্রতি আচরণ করি। যখন সে আমাকে স্মরণ করে, আমি তার সঙ্গে থাকি। সে যদি আমাকে একা একা স্মরণ করে, আমি তাকে একা একা স্মরণ করি। আর যদি সে আমাকে সমষ্টিগতভাবে স্মরণ করে, আমি তাকে তার চেয়ে উত্তম সমষ্টির মাঝে স্মরণ করি।" (সহীহ বুখারী: ৭৪০৫)

৫. রোজা রাখা (শবে বরাতের পরবর্তী দিন)

শবে বরাতের ইবাদতের পূর্ণতা অর্জনের জন্য এর পরদিন রোজা রাখা অত্যন্ত উত্তম। এটি সুন্নাত হিসেবে গণ্য হয়। নবী করিম (সাঃ) বলেছেন: **"শাবানের মধ্য রাত আসলে তোমরা রাত জেগে ইবাদত করো এবং দিনের বেলা রোজা রাখো।"** (ইবনু মাজাহ: ১৩৮৯)

৬. অসহায় ও দরিদ্রদের প্রতি সদয় হওয়া

শবে বরাতকে আল্লাহর রহমতের রাত বলা হয়। তাই এই রাত উপলক্ষে গরিব-দুঃখী এবং অভাবগ্রস্তদের প্রতি দান-খয়রাত করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা একটি উত্তম আমল।

কুরআনের নির্দেশনা: আল্লাহ বলেন: **"যারা নিজেদের সম্পদ রাত্রি ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাদের জন্য তাদের পুরস্কার তাদের রবের নিকট রয়েছে।"** (সূরা আল-বাকারা: ২৭৪)

৭. আত্ম-পর্যালোচনা ও আল্লাহর উপর ভরসা রাখা

শবে বরাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নিজ আত্মার পরিশুদ্ধি এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা। অতীতের পাপের জন্য ক্ষমা চাওয়া এবং ভবিষ্যতে সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত। শবে বরাত মুসলিম উম্মাহর জন্য রহমত, মাগফিরাত এবং নাজাতের রাত। এই রাতের মহত্ত্ব উপলব্ধি করে পবিত্র কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত আমলগুলো যথাযথভাবে পালন করা আবশ্যক। তবে, অতিরিক্ত কুসংস্কার বা বিদআত এড়িয়ে চলা জরুরি। আমল করার সময় কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশিকা মেনে চলা উচিত।

উপসংহারঃ শবে বরাত ইসলামের একটি মহিমান্বিত ও ফজিলতপূর্ণ রাত, যা আত্মশুদ্ধি, ইবাদত এবং আল্লাহর রহমত লাভের বিশেষ সুযোগ হিসেবে বিবেচিত। ইসলামের মূল শিক্ষায় এই রাতে তওবা, নফল নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত এবং ইস্তিগফারের গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। হাদিসের আলোকে জানা যায়, এই রাতে আল্লাহ তাআলা বান্দাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন এবং তাদের পাপ ক্ষমা করেন। তবে, শবে বরাতের জন্য নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতিতে ইবাদত পালন বা সামাজিক প্রথা উদযাপন সম্পর্কে কুরআন ও সহিহ হাদিসে কোনো নির্দেশনা নেই। ইসলাম ব্যক্তি-উপযোগী ইবাদত, আত্মসমালোচনা এবং আল্লাহর প্রতি বিনম্রতাকে উৎসাহিত করে। বিদআত, শিরক এবং ভিত্তিহীন রীতি যেমন আতশবাজি ও অযথা খরচ, ইসলামের মৌলিক নীতির পরিপন্থী।

শবে বরাত পালনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং পাপ মোচনের মাধ্যমে আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জন। এই উদ্দেশ্যে রাতটি নফল নামাজ, ইস্তিগফার, কুরআন তিলাওয়াত এবং দান-সদকার মাধ্যমে অতিবাহিত করা উত্তম। বিশেষত, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের প্রতি সদয় হওয়া এবং তাদের সাহায্য করা এ রাতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আমল। পাশাপাশি, শিরক ও ভিত্তিহীন বিশ্বাস পরিহার করে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে একনিষ্ঠ থাকা জরুরি।
শবে বরাত মুসলিম উম্মাহর জন্য আত্মিক ও নৈতিক উন্নতির দ্বার উন্মোচন করে। সঠিক আমল ও ইবাদতের মাধ্যমে এই রাত উদযাপন করলে তা জীবনে আধ্যাত্মিক শান্তি ও বরকত বয়ে আনতে পারে। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অনুযায়ী শবে বরাতের ফজিলত গ্রহণ করাই আমাদের দায়িত্ব, যা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে, ইনশা আল্লাহ।

নিচে শবে বরাত সম্পর্কিত সোর্স/রেফারেন্সগুলো হুবহু বাংলা অর্থসহ দেওয়া হলো:

১) সুনান ইবনে মাজাহ, হাদিস: ১৩৯০

إِنَّ اللَّهَ يَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ

নিশ্চয়ই আল্লাহ শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাতে সৃষ্টিকুলের প্রতি দৃষ্টি দেন এবং সবাইকে ক্ষমা করেন, তবে মুশরিক ও শত্রুতা পোষণকারী ব্যক্তিদের ক্ষমা করেন না।

২) মুসনাদ আহমদ, হাদিস: ৬৬৪৬

يُطْلِعُ اللَّهُ إِلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ

শাবান মাসের ১৫ তারিখে আল্লাহ সৃষ্টিকুলের প্রতি দৃষ্টি দেন এবং সবাইকে ক্ষমা করেন, তবে মুশরিক ও যারা পরস্পর শত্রুতা করে তাদের ক্ষমা করেন না।

৩) ইবনে মাজাহ, হাদিস: ১৩৮৮

إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا

যখন শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাত আসে, তখন তোমরা রাতটি ইবাদতে কাটাও এবং দিনের বেলা রোজা রাখো।

৪) তিরমিজি, হাদিস: ৭৩৯

إِنَّ اللَّهَ يَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ

আল্লাহ শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাতে সৃষ্টিজীবের প্রতি দৃষ্টি দেন এবং সবাইকে ক্ষমা করেন, তবে মুশরিক ও যারা মানুষের সঙ্গে শত্রুতা করে, তাদের ক্ষমা করেন না।

৫) মুসনাদ আহমাদ, হাদিস: ৭৩৯৭

إِنَّ اللَّهَ يَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ

শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাতে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকুলকে ক্ষমা করেন, তবে শিরক ও শত্রুতা পোষণকারীকে ক্ষমা করেন না।

৬) সূরা আদ-দুখান, আয়াত ৪৪:৩

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ

নিশ্চয়ই আমরা এটি (কুরআন) এক বরকতময় রাতে নাযিল করেছি। নিশ্চয়ই আমরা সতর্ককারী।

৭) তাবারানি, হাদিস: ৭৬৭৫

فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يُكْتَبُ الْآجَالُ وَالْأَرْزَاقُ وَيُكْتَبُ فِيهَا الْحُجَّاجُ

শাবান মাসের ১৫ তারিখে মানুষের জীবন-মৃত্যু, রিজিক এবং হজযাত্রীদের তালিকা নির্ধারণ করা হয়।

৮) সহীহ বুখারি, হাদিস: ১৯৬৯

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ صِيَامًا فِي شَهْرٍ مِنْهُ فِي شَعْبَانَ

আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে শাবান মাসে যত বেশি রোজা রাখতে দেখেছি, অন্য কোনো মাসে তত বেশি রোজা রাখতে দেখিনি।

৯) সহীহ মুসলিম, হাদিস: ১১৫৬

إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ

আল্লাহ সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি দেন এবং সবাইকে ক্ষমা করেন, তবে মুশরিক ও পরস্পর শত্রুতা পোষণকারীকে ক্ষমা করেন না।

১০) সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদিস: ৫৬৬৫

إِنَّ اللَّهَ يَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ

শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাতে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকুলকে ক্ষমা করেন, তবে শিরক ও শত্রুতা পোষণকারীদের ক্ষমা করেন না।

১১) মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ২৫৬০০

يُطْلِعُ اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

আল্লাহ শাবান মাসের ১৫ তারিখে সৃষ্টিকুলের প্রতি দৃষ্টি দেন।

১২) তাফসির ইবনে কাসির, সূরা আদ-দুখান: ৩-৪

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ

নিশ্চয়ই আমরা এটি (কুরআন) এক বরকতময় রাতে নাযিল করেছি। নিশ্চয়ই আমরা সতর্ককারী।

১৩) সহীহ মুসলিম, হাদিস: ১৭১৮

إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ

আল্লাহ সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি দেন এবং সবাইকে ক্ষমা করেন, তবে মুশরিক ও পরস্পর শত্রুতা পোষণকারীকে ক্ষমা করেন না।

১৪) সূরা আদ-দুখান, আয়াত ৪৪:৩-৪

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ

নিশ্চয়ই আমরা এটি (কুরআন) এক বরকতময় রাতে নাযিল করেছি। নিশ্চয়ই আমরা সতর্ককারী।

১৫) সহীহ বুখারি, হাদিস: ১২৯১

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ صِيَامًا فِي شَهْرٍ مِنْهُ فِي شَعْبَانَ

আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে শাবান মাসে যত বেশি রোজা রাখতে দেখেছি, অন্য কোনো মাসে তত বেশি রোজা রাখতে দেখিনি।

১৬) সূরা ইসরা, আয়াত ১৭:২৭

إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَـٰطِينِ

নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই, এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ।

১৭) সূরা আরাফ, আয়াত ৭:৩১

يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُوا۟ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟

হে আদম সন্তানগণ! তোমরা প্রতিটি নামাজের সময় তোমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ করো, আর খাও ও পান করো, কিন্তু অপচয় করো না।

১৮) সূরা নিসা, আয়াত ৪:৪৮

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শিরক করাকে কখনো ক্ষমা করেন না, তবে এর চেয়ে নিম্নতর পাপ তিনি যার জন্য ইচ্ছা করেন ক্ষমা করে দেন।

১৯) সূরা ফুরকান, আয়াত ২৫:৬৩

وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا

রহমানের বান্দাগণ তারা, যারা পৃথিবীতে বিনয়ের সঙ্গে চলাফেরা করে।

২০) সূরা সাদ, আয়াত ২৯

إِنَّآ أَنزَلْنَـٰهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَـٰرَكَةٍ

নিশ্চয়ই আমরা এটি (কুরআন) এক বরকতময় রাতে নাযিল করেছি।

২১) **সহীহ বুখারি, হাদিস: ৭৪০৫**

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে এমন কোনো নতুন বিষয় সংযোজন করবে, যা এর অংশ নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।

২২) **সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৭৪** الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ যারা আল্লাহর পথে দান করে।

২৩) **মাজমু' ফাতাওয়া: ২৩/১৩১**

২৪) **আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া, ১/২১২**

২৫) **আল-মুদাওয়ানা**

২৬) **কিতাবুল উম্ম**

২৭) শবে বরাত (সঠিক দৃষ্টিকোন): লেখকঃ আব্দুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

২৮) হাদীসের নামে জালিয়াতি: ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

২৯) কুরআন সুন্নাহর আলোকে শবে বরাত ফযীলত ও আমল: ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

৩০) শবে বরাত ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা: ড. আবু বকর মোঃ যাকারিয়া, ড. মানজুরে ইলাহি।